International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Issue-V, September 2023, Page No. 01-09
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.i5.2023.01-09

নারীবাদ ও সোশ্যাল মিডিয়া আন্দোলন

মাধবী ঘোষ
এম এ রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ইতিহাস, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ব বর্ধমান, ভারত

Abstract:

In the 21 fast centuries the wave of feminist movements has taken a new direction to the dominance of social media. The subsequent use of the internet has helped bring together feminist activist around the world. The feminist movement is a language of protest, which has helped scale the emotional intimacy of people in the social media era. Social media has helped feminist movements grow and develop, emboldening victims and the oppressed to come forward. Very crimes against women have come to the fore through social media. Women social justice and safety in the workplace has been greatly enhanced by the social media boom. On the whole feminist activist have made it easier to bring their demand to the public. So far however the proportion of women in the social media works has not increased in the sense. According to survey conducted by the women's media centre more than 60% of social media workplaces are dominated by men. Social media promises to push women further a tool for change in the gender equality battle. We are very optimistic about the important role the media can play in overcoming the limitations of the feminist moments so far

A (#) Hashtag (Me Too, TimesUp, HeForShe,) can be a powerful weapon. Hashtags have become an incredibly powerful tool for women to change ideas and concepts, and make their voices heard. The use of social media has become the main scenario of contemporary online communication; therefore, it plays a key role in creating a global identity.

Key words: Me Too, TimesUp, HeForShe, Orange of the world, bringing back our girls

সুচনা: 'নারীবাদ' একটি গুঞ্জন শব্দ যা বেশ কিছুদিন ধরেই চলছে। নিউজরুম বিতর্ক থেকে সোশ্যাল মিডিয়া যুদ্ধ থেকে নৈমত্তিক কথোপকথন পর্যন্ত আমরা প্রায়শই বিভিন্ন প্রসঙ্গে এই শব্দটি শুনি। নারীবাদ সম্বন্ধে আমরা বেশিরভাগ সময়ই ভুল তথ্য শুনি এবং প্রচার করি। এবার আমাদের এই জিনিসগুলি নিয়ে এখন ভাবার সময় এসেছে। কেন এই শব্দটির সাথে এত কলঙ্কযুক্ত? নারীবাদ মানেই কি শুধু পুরুষদের হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা? উত্তর হলো না। বাস্তবে দেখা যায় অনেক নারী প্রচলিত বৈবাহিক রীতি অমান্য করে

শাঁখা-সিদুর বর্জন করে, এটা না পারার অর্থ প্রচলিত পুরুষ সমাজে চিরাচরিত প্রথা গুলিকে হেও বা অবজ্ঞা করা নয়, এগুলি হলো সমাজে নারীর সম অধিকার প্রতিষ্ঠার এক আন্দোলন। যেহেতু নারীবাদ কথাটির মধ্যে লিঙ্গ বৈষম্য শব্দটি যুক্ত, তাই নারী বাস্তবে তা স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার জন্য যে ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেটাই বাস্তবে হয়ে দাঁড়া ফ্যামিনিজমের নামে হিপোক্রেসী। বাস্তবে নারীরা যখন সোশ্যাল মিডিয়াতে তাদের মতামত প্রকাশ করে তখন সেটা পুরুষদের বাস্তবে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়-এরকম বেশিরভাগ মানুষের ভাবনা আছে। বাস্তবে নারীবাদ হল পিতৃতন্ত্র পুরুষদের বিষাক্ততা আধিপত্য এবং অধীনতার মতো ধারণাগুলি থেকে মুক্তি পাওয়া। যখন বিশ্ব নারীবাদকে সত্যিকারের অর্থে গ্রহণ করতে শুরু করবে এবং তার প্রাপ্য সম্মান দেবে তখনই নারীবাদের আন্দোলন সফল হবে। সোশ্যাল মিডিয়াতে মেয়েদের কথা বলা ও শোনার একটি নির্দিষ্ট জায়গা রয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাস্তবে দেখা যায় পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর বাক স্বাধীনতা এক অলস চোরাবালিতে সৌধ নির্মাণের বৃথা কল্পনা মাত্র। নারীবাদী সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলন এবং মতাদর্শ বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রকাশ পেয়েছে। এই মিডিয়া গুলোর মধ্যে রয়েছে সংবাদপত্র সাহিত্য রেডিও টেলিভিশন সোশ্যাল মিডিয়া ফিল্ম। নারীবাদ মানেই যে শুধু নারীদের একটি তত্ত্ব তা নয়, এই আন্দোলনে পুরুষরাও অংশগ্রহণ করতে পারে যে পুরুষ। যে পুরুষ সম অধিকারের জন্য নারীর পাশে দাঁড়িয়ে লড়াইয়ে সহায়তা করে, সেও ফেমিনিস্ট। নারীবাদ এর উদ্ভব হয় প্রথম আমেরিকাতে পরে আস্তে আস্তে তৃতীয় বিশ্বের দেশ গুলির উপর তার প্রভাব পড়ে।

নারীবাদ নারীর রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমতার বিশ্বাস। মানব সভ্যতার আদি যুগে এর শিকড় রয়েছে।নারীবাদ এর ইতিহাস উনিশ শতকে ফিরে আসে এবং বর্তমান দিন পর্যন্ত চলতে থাকে। নারীবাদকে তিনটি স্বতন্ত্র বিভক্ত করা যায়। প্রথম তরঙ্গ দ্বিতীয় তরঙ্গ এবং তৃতীয় তরঙ্গ।

প্রথম তরঙ্গ নারীবাদ বলতে ঊনবিংশ এবং বিংশ শতকের প্রথমদিকে নারীবাদী আন্দোলন কে বোঝায়। এই সময়ে মহিলাদের তাদের জীবনের ওপর খুব কম নিয়ন্ত্রণ ছিল। সাধারণত তারা গৃহিণী এবং অশিক্ষিত ছিল এবং তাদের কোন অর্থনৈতিক বা সম্পত্তির অধিকার ছিল না। তাই প্রথম তরঙ্গ নারীবাদ মূলত সম্পত্তির অধিকার এবং ভোটের অধিকার নিয়ে কাজ করে, দ্বিতীয় তরঙ্গ নারীবাদ সমতা এবং বৈষম্য বিরোধী। এই পর্যায়ে নারী ছিল প্রচন্ড স্বাধীন এবং তারা পুরুষদের প্রয়োজন অনুভব করে না। এবং তৃতীয় তরঙ্গের নারীবাদ যা ১৯৯০ এর দশকে শ্বেতাঙ্গ সোজা নারীদের দ্বিতীয় তরঙ্গের অনুভূত বিশেষ অধিকারের প্রতিক্রিয়া হিসেবে শুরু হয়েছিল। এই স্তরের মহিলারা যৌনতা বর্ণবাদ এবং শ্রেণী দ্বারা উত্থাপিত বাধাগুলির বিষয়ে সচেতনতার সঙ্গে লড়াই শুরু করে এবং নারীবাদ এবং সোশ্যাল মিডিয়ার পাশাপাশি অবস্থান এই স্তর থেকে শুরু হয় বলে মনে করা হয়। যদিও অনেকে দাবি করেন যে নারীবাদের চতুর্থ তরঙ্গ ২০১২ সালের দিকে শুরু হয়েছিল। যেমন যৌন হয়রানি শারীরিক লাঞ্ছনা এবং ধর্ষণের সাংস্কৃতির ওপর ফোকাস করে। এই উদ্যোগ গুলিকে হাইলাইট এবং মোকাবিলা করার জন্য একটি মূল উপাদান ছিল সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার। বেশ কয়েকটি হাইপ্রোফাইল ঘটনার মধ্যে নতুন তরঙ্গ দেখা যায়। ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতে একজন যুবতীকে নির্মমভাবে ধর্ষণ করা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে তিনি মারা যান।যেটা স্থানীয় প্রতিবাদ ও আন্তর্জাতিক ক্ষোভের জন্ম দেয়। এর কয়েক বছর পরে তথাকথিত পুরুষদের অধিকার আন্দোলন অনুসরণ করা হয় 'গেমার গেট ক্যাম্পেইন' প্রকাশ হয় যা ওয়েবসাইটে এর উৎস ছিল 4chan. গেমারগেট দৃশ্যত ভিডিও গেম সাংবাদিকতায় নৈতিকতা প্রচার করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এটি বাস্তবে সামাজিক ন্যায়বিচার যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে একটি হয়রানি মূলক প্রচারণা ছিল। ভিডিও গেমগুলিতে

স্টেরিওস টাইপগুলিতে মহিলারা আপত্তি জানিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে তারা মৃত্যু ও ধর্ষণের হুমকির মুখে পড়ে এবং তারা স্লোগান তোলে 'মাই বডি মাই রাইটস'.

এই পটভূমির বিপরীতে ২০১৬ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হিলারি ক্লিংটনের কাছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরাজয় ঘটে। ট্রাম্প নারীদের সম্পর্কে বেশ কিছু প্রদাহজনক মন্তব্য করেছিলেন। এবং নির্বাচনের পরের দিন একজন ঠাকুমা ফেসবুকে ওয়াশিংটন ডিসিতে একটি মার্চের প্রস্তাব দিতে গিয়েছিলেন এবং তার বক্তব্য দ্রুত পরিচিতি লাভ করে। বিশেষ করে লিঙ্গ সমতার ক্ষেত্রে সামাজিক পরিবর্তনের আহ্বান সাড়া ফেলে। এটি 'মহিলাদের মার্চ' নামেও পরিচিত, যেটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সারা বিশ্ব জুড়ে বিক্ষোভকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তৈরি হয়েছে। বিক্ষোভ 21 শে জানুয়ারি 2017 তারিখে ট্রাম্পের অভিষেকের পরের দিন সংগঠিত হয়েছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ইভেন্টে প্রায় 4.6 মিলিয়ন মানুষ অংশ নিয়েছিল যা সেই দেশের ইতিহাসে 'মহিলা মার্চ' কে সম্ভবত একটি বড়সড় একদিনের বিক্ষোভে পরিণত করেছিল।

হ্যাশট্যাগ নারীর অধিকার: ১২ টি সোশ্যাল মিডিয়া আন্দোলন: সোশ্যাল মিডিয়া এমন এক জায়গা যেখানে নারীরা মন খুলে কথা বলতে পারে। যে নারী পুরুষতান্ত্রিক সমাজের লৌহ কঠোর বেড়াজালে প্রতিনিয়ত হাঁপিয়ে মরে, সামনাসামনি তার ঘরের পুরুষ সদস্যদের বিরুদ্ধে কথা বলতে ভয় পায় সেও সোশ্যাল মিডিয়াতে এসে তা নিজস্ব মতামত প্রকাশ করে। এই নারী শক্তিকে সংহতি সাধন ও উৎসাহিত করা এবং সমতা ও ন্যায় বিচারের লড়াইয়ে যোগদানের জন্য মিত্রদের কাছে একটি নতুন সীমানা হয়ে উঠেছে সোশ্যাল মিডিয়া। রাজনীতিবিদ এবং আইন প্রণেতা থেকে শুরু করে কৃষক এবং ছোট ব্যবসার মালিক এদের কথোপকথন বিশ্বজুড়ে মহিলাদের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে যাতে তারা লিঙ্গ সমতার জন্য একে অপরকে সমর্থন করতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়া দিবস ৩০ শে জুন পালিত হয় আজ আমরা সেই সোশ্যাল মিডিয়ার ১২ দিককে তুলে ধরব যারা নারীদের কথা বলার প্লাটফর্ম দিয়েছে-

১) # Me Too(আমিও): তারানা বার্ক #Me Too আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যারা একই ধরনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মেয়েদের জন্য একটি নিরাপদ স্থানে একে অপরের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি প্লাটফর্ম তৈরি করা হয়। 2017 সালে অভিনেত্রী এলিসা মিলানোর একটি টুইট বিশ্বব্যাপী প্রকাশ ও সংহতির প্রলয় সৃষ্টি করেছিল যারা তাদের যৌন নির্যাতনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে নীরব ছিল। তারপর থেকে ,#ME Too বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে এবং জাতিগত অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য সীমানা অতিক্রম করেছে। ফ্রান্সে এটি # BalanceTonpore, ইতালিতে #quellavoltache এর সাথে, তুরস্কে #sendeanlat এর সাথে, আরব রাজ্যজুড়ে #Anakaman এর সাথে, চীনে RiceBunny এর সাথে, স্পেনে #Cuentalo এর ইত্যাদি হ্যাশট্যাগের সাথে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে এক ডিজিটাল প্রচারণা শুরু করেছে যা তাদের বিশ্বব্যাপী ন্যায়বিচারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এখানে এই প্লাটফর্মের উদ্দেশ্য হল নারীদের সম্মতি নিয়ে কথোপকথন করা ও যৌন হয়রানি বন্ধ করা।

২) #TimesUp (সময় এসেছে): ২০১৮ সালের ১লা জানুয়ারি নববর্ষের দিনে এসেছে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে একটা নতুন উদ্যোগ চালু হয়েছে, এটি কে বলে, টাইমস আপ অর্থাৎ সময় এসেছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের লাল চোখকে অগ্রাহ্য করার সময় এসেছে। হলিউডের ৩০০ র ও বেশি মহিলার একটি দল যারা তাদের শিল্প ও তাদের বাইরেও যৌন নির্যাতনের হয়রানির বিরুদ্ধে

লড়াই করার জন্য কাজ করেছে। টাইমস অফ হলিউডের ভিতরে এবং বাইরে স্বল্প আয়ের মহিলাদের যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে। টাইমস অফ গ্রুপটি একটি আইনি প্রতিরক্ষা তহবিল তৈরি করবে, যা ন্যাশনাল উইমেন্স ল সেন্টার দ্বারা পরিচালিত, যেটা যৌন হয়রানি থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের সাহায্য করার জন্য—বিশেষ করে যারা স্বল্প বেতনের চাকরিতে যেমন খামার বা কারখানার কর্মীদের আইনি প্রতিনিধিত্ব পেতে। ওয়ান টাইমস অফ ওয়ার্কিং গ্রুপ ২০২০ সালের মধ্যে 50/50, আগামী দুই বছরে হলিউড নেতৃত্বে লিঙ্গ সমতার পক্ষে কথা বলেছে। হারভে ওয়েনস্টাইনের নিউ ইয়র্ক টাইমস প্রকাশ করার অনেক আগে থেকেই নারীরা যৌন নিপীড়ন ও হয়রানি বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছে।

MeToo কে একটি নতুন রূপ দিয়েছে, টাইমস আপ। টাইমস আপের একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় অর্ধেক নারী কর্ম ক্ষেত্রে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

অভিনেত্রী এমা ওয়াটসন বলেছেন যে 'ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি টাইমস আপ আমার শিল্পে মহিলাদের মধ্যে সম্প্রদায়ের অনুভূতি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। লোকেরা ধরে নেয় যে মহিলা অভিনেতারা সবাই একে অপরকে চেনেন এবং আড্ডা মশগুলে মজে থাকে। কিন্তু প্রায়শই সিনেমা জগত এমন একটি শিল্প, যেখানে একটি বন্ধনের পরিবর্তে একটি বিচ্ছিন্ন পরমাণু শক্তির মত তারা নিজেদেরকে অনুভব করে। সিনেমা জগতে কেউ কারুর বন্ধু নয় বরং এখানে পেছন থেকে সবাই নিজের জায়গা টিকিয়ে রাখতে শত্রুতা করতেও পিছপা হয় না।

টাইমস আপ নারীদের কাছে এক অবিশ্বাস্য ও অভূতপূর্ব মুহূর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে মেয়েরা নিজেদেরকে সমাজে গুটিয়ে নিয়েছে তারাও কথা বলতে সাহস পায়। সংস্কৃতি ও পিতৃতন্ত্র থেকে নারীদেরকে দূরে রাখতে এবং নারীদেরকে স্বাচ্ছন্দে রাখতে এই টাইমস আপ হ্যাশট্যাগ প্রচুর শক্তি ব্যয় করেছে। টাইমস আপ নারীদেরকে নতুন ধরনের সাহসে উজ্জীবিত করে, যেটা থেকে নারীরা অনেক কিছু শিখতে পারে জানতে পারে এবং এক সাহসী মহিলাতে তারা পরিণত হয়। টাইমস আপ এর মাধ্যমে এই নারীরা এক আত্মবিশ্বাসের অনুভূতি ও আশার আলো দেখতে পায়।

৩) # Niunamenos (নিউনামেনোস):--এটি একটি 'স্প্যানিশ' শব্দ,(Ni una 'menos') (একজন নারী কম নয়) এটি একটি লাতিন আমেরিকার চতুর্থ তরঙ্গ। এটি একটি তৃণমূল স্তরে নারীবাদী আন্দোলন, যা আর্জেন্টিনাই শুরু হয়েছিল এবং বেশ কয়েকটি ল্যাটিন আমেরিকার দেশে ছড়িয়ে পড়েছে যা লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায়। এই প্রচার শুরু হয় আর্জেন্টিনার মহিলা শিল্পী সাংবাদিক এবং শিক্ষাবিদদের মধ্যে। এই আন্দোলনটি নিয়মিতভাবে নারীহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তবে লিঙ্গ ভূমিকা, যৌন হয়রানি, লিঙ্গ বেতনের ব্যবধান, যৌন আপত্তিকরণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে- 'একজন নারী কম নয় আর একটিও মৃত্যু নয় '--নারীবাদী সক্রিয়তা এবং ল্যাটিন আমেরিকার লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার নীতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে এটি হাজির হয়#Niunamenos. ২০১৫ সালে চোদ্দ বছর বয়সী Chiara paez হত্যার সরাসরি প্রতিক্রিয়া হিসেবে এটি শুরু হয়েছিল। তার মৃত্যু আর্জেন্টিনায় নারী হত্যার বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদের সূত্রপাত করেছিল। ২০১৬ সালে এই আন্দোলনটি বলিভিয়া চিলি মেক্সিকো পেরু প্যারাগুয়ে উরুগুয়ে প্রভৃতি দেশগুলিতে প্রথম নারী নেতৃত্বাধীন গণ ধর্মঘটের আয়োজন করে।

ল্যাটিন আমেরিকা হল নারীদের জন্য বিশ্বের অন্যতম সহিংস অঞ্চল। প্যান আমেরিকান হেলথ অর্গানাইজেসনের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে কিছু দেশে প্রায় ৩৩ শতাংশ নারী পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এই অঞ্চলে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি নারীহত্যার হার রয়েছে। গড়ে প্রতি দুই ঘণ্টায় একজন নারীকে হত্যা করা হয়। আর যে মহিলারা প্রতিবাদ করেন তারা অনলাইন হয়রানি যৌন সহিংসতার হুমকি এবং মৃত্যুর হুমকির সম্মুখীন হন।

৪) #HeForShe: এই হ্যাশটাটি হল একটি সামাজিক আন্দোলনের প্রচারাভিযান, যা একটি পদ্ধতিগত এবং লক্ষ্য যুক্ত প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে। যার মাধ্যমে পুরুষ বা ছেলেরা লিঙ্গ সমতা অর্জনের জন্য পরিবর্তনের এজেন্ট হয়ে ওঠে। ইউএন উইমেনের মতে লিঙ্গ সমতা অর্জনের জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতির প্রয়োজন যা পুরুষ এবং ছেলে উভয়কেই নারীর অংশীদার হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং কিভাবে তারা বৃহত্তর সমতা থেকে উপকৃত হতে পারে তার পথ দেখায়। জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন এবং ইউক্রেন উইমেন গ্লোবাল গুড উইল এম্বাসেডর এমা ওয়াটসন ২০১৪ সালে এই প্রচারাভিযানটিকে বিশ্বের জনগণের কাছে পরিচিতি দান করেছিলেন। ম্যাট ডেমন এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা সহ সারা বিশ্ব থেকে কয়েক হাজার মানুষকে এই প্রচারাভিযানের সমর্থনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

এটির সূচনাতে ইউক্রেন উইমেন প্রচারে প্রথম এক লক্ষ পুরুষদের একত্রিত করার আহ্বান জানিয়েছিল। চার বছরে এটি 1.3 বিলিয়ন প্রতিশ্রুতি অর্জন করে। শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে 141000+প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, যার বেশিরভাগই পুরুষদের কাছ থেকে এসেছে। এই আন্দোলনের চারটি লক্ষ্য আছে:

১) নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত করা
২) শান্তি ও নিরাপত্তা প্রক্রিয়ায় নারীর ভূমিকা কে সমর্থন করা
৩) নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বে অগ্রসর হওয়া
৪) লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা দূর করা

Covid-19 মহামারীর প্রতিক্রিয়া হিসেবে লিঙ্গ বৈষম্য বিশেষ করে বাড়ির মহিলাদের ক্ষেত্রে যেমন-বাড়ির কাজ ঘরবাড়ি পরিষ্কার করা শিশু বয়স্ক মানুষ অসুস্থ হলে তার সেবা-শুশ্রুষা করার জন্য নারীদের পাশাপাশি পুরুষদেরও গৃহস্থালি কাজে সহায়তা করার কথা বলা হয়েছে। HeForShe #HeForSheAtHome প্রচারাভিযান চালু করেছে। এই হ্যাশট্যাগটি খেলাধুলাতেও লিঙ্গ সমতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পদক্ষেপ রেখেছে।

৫) অরেঞ্জ দা ওয়ার্ল্ড: প্রতি বছর 25 নভেম্বর নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা নির্মূলের আন্তর্জাতিক দিবস শুরু হয় এবং শেষ হয় ১০ ডিসেম্বর (মানবাধিকার দিবস পর্যন্ত)। এখানে কমলা রং কে বেছে নেওয়া হয়েছে উজ্জ্বল ও আশাবাদী রঙ হিসাবে। এদিন সর্বত্র লোকেদেরকে যেমন বাড়িতে, পাবলিক প্লেসে, স্কুলে এবং কর্মক্ষেত্রে কমলা রঙের পোশাক পড়তে বলে। এটি লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে ১৬দিনের একটি সক্রিয়তা।

৬) #BringBackOurGirls: ২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে নাইজেরিয়ার বোর্ণ রাজ্যের চিবোক থেকে ২৭৬ টি কিশোরী মেয়েকে তাদের ইস্কুলের হোস্টেল থেকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী বোকো হারাম

অপহরণ করেছিল। তাদের বাবা-মা এবং সম্প্রদায়ের সদস্যরা সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছে এই বিষয়ে এবং এই হ্যাশট্যাগটি তৈরি করেছে। যদিও অপরিচিত মেয়েদের মধ্যে ১০০টি রোগ বেশি খুঁজে পাওয়া গেছে বা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে,আবার অনেক নিখোঁজও রয়েছে। 'আমাদের মেয়েদের ফিরিয়ে আনুন'-এই নামে নাইজেরিয়াতে একটি দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে উঠেছে। এখানে মানবাধিকার লঙ্ঘন, অপহরণ, হত্যা সেই সাথে নিরাপত্তা স্বাস্থ্যসেবা এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

৭) #EveryDaySexism(প্রতিদিনের যৌনতা): ২০১২ সালের বসন্তে লেখিকা লরা বেটস 'দা এভরিডে সেক্সিজম প্রজেক্ট'নামে একটি ওয়েবসাইট চালু করেন যাতে নারীরা প্রতিদিনের ভিত্তিতে যৌনতা অনুভব করেন। এই প্রজেক্টের উদ্দেশ্য ছিল নারীদের তাদের যৌনতার গল্প শেয়ার করতে উৎসাহিত করা। তারা যতই নিজেদেরকে গৌন বলে মনে করুন না কেন, বিশ্বের কাছে প্রখর বাস্তবতা উন্মোচন করা খুব দরকার যে লিঙ্গবাদ খুবই জীবন্ত এবং ব্যাপক। ঘৃণ্য মন্তব্য এবং অপমানজনক প্রতিক্রিয়ায় ভরা এই প্রতিক্রিয়াটি মহিলাদের কাছ থেকে প্রশংসা পত্রের মতোই শক্তিশালী ছিল। কিন্তু নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার মুখেও নারীশক্তি এবং স্থিতিস্থাপকতা উজ্জ্বল হয়েছিল।

৮) #WomenShould(নারীদের উচিত): এটি ২০১৩ সালে Memac Ogilvy এবং মাদার Dubai দ্বারা UN WOmen এর জন্য একটি সৃজনশীল ধারণা হিসেবে বিকাশিত বিজ্ঞাপনের একটি সিরিজ। যেটি মহিলাদের বিরুদ্ধে যৌনতা এবং বৈষম্যের ব্যাপকতা প্রকাশ করে। এটি নারীর অধিকার ক্ষমতায়ন এবং ক্ষমতার জন্য মামলা চালিয়ে যাওয়ার জরুরি প্রয়োজনে সহায়তা করে। এই হ্যাশট্যাগটি সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে বিস্ফারিত হয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

৯) #YesAllWomen(হ্যাঁ সকল মহিলা): ২০১৪ সালে ২৩ শে মে একজন ব্যক্তি ৬ জনকে এবং তারপর নিজেকে হত্যা করেছিল। সে কারণ হিসেবে বলেছিল তাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তিনি মহিলাদের শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন। এই ভয়ানক ঘটনার পরে দিনগুলিতে সোশ্যাল মিডিয়া শুধুমাত্র প্রতিবাদের একটি স্থান হয়ে ওঠেনি, যেখানে সমস্ত লিঙ্গের লোকেরা তাদের ভয় এবং সংহতি প্রকাশ করে এবং ভুক্তভোগী ও তার প্রিয়জনদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে। যদিও প্রথমে স্লোগানটি ছিল #NotAllMen, কিভাবে এটি শীঘ্রই #YesAllWomen এর সাথে পাল্টা সাক্ষ্য হিসেবে গড়ে ওঠে। এটি তুলে ধরে যে কিভাবে উপরে উল্লেখিত অপরাধটি আমাদের বিষাক্ত বিকৃত মনোভাবের স্থায়িত্বশিল সংস্কৃতির ফল ছিল।

১০) #WhylStayed(কেন থাকলো): লেখক বেভারলি গুডেন ঠিক নভেম্বরের ২০১৪ তে যখন তিনি এই হ্যাশট্যাগের সাথে তার গার্হস্থ্য সহিংসতার গল্প শেয়ার করেছিলেন, তখন কিছু লোকের প্রতিক্রিয়ামূলক প্রশ্ন ছিল কেন নারীরা ঘরোয়া নির্যাতন নিয়ে বেঁচে থাকে? কেন তারা চলে যায় না? তারপর তিনি তার অনুসরণকারীদের এই হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে বলেন। এবং শীঘ্রই এই হ্যাশট্যাগটি একটি আন্দোলনে পরিণত হয়। যা গাহস্থ্য নির্যাতনের কুৎসিত শক্তির রূপ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করে। বেঁচে থাকার অভিজ্ঞতার ওপর আলোকপাত করে। সমীক্ষায় দেখা গেছে আজও বিশ্বব্যাপী প্রায় 30% মহিলা যারা কখনো কোনো

না কোনো সম্পর্কে ছিলেন।তারা তাদের জীবনকাল ধরে একজন অন্তরঙ্গ সঙ্গীর কাছ থেকে শারীরিক অথবা যৌন সহিংসতার সম্মুখীন হয়েছেন। গার্হস্থ্য হিংসার প্রতিবাদে এই হ্যাশট্যাগটি তৈরি হয়।

১১) #IwillGoOut(আমি বাইরে যাব): যখন ভারত জুড়ে মহিলারা যৌন হয়রানি এবং যৌনতাবাদী মন্তব্যের ক্ষেত্রে অপমান বোধ করছিলেন তখন তারা তাদের ক্রোধকে কাজে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। তাই তারা বিষয়টিকে সংগঠিত করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ার দিকে ফিরছিলেন। এই হ্যাশ ট্যাগটির মাধ্যমে সমমনা ব্যক্তিরা সংযোগ করতে শুরু করে এবং শীঘ্রই কথোপকথন টি দেশব্যাপী#Iwillgo Out রাস্তায় প্রতিধ্বনিত হয়। যা ভারতে যৌন হয়রানি ও লিঙ্গ বৈষম্যের প্রতিবাদে সমাজের সর্বস্তরের নারীদের একত্রিত করে। প্রতিবাদ শেষে কর্মীরা কথোপকথন চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেলগুলিতে ফিরে আসেন যা লিঙ্গ সমতা ও নারীর অধিকার রক্ষার পক্ষে এক মাসিক বৈঠকে পরিণত হয়।

১২) #GenerationEquality–(প্রজন্মের সমতা): জেনারেশন ইকিউলিটি হল সমান ভবিষ্যতের জন্য নারীর অধিকার উপলব্ধি করা। ১৯৯৫ সালে বেইজিং ঘোষণা এবং অ্যাকশনের জন্য এই প্ল্যাটফর্মটি তৈরি হয়। এই হ্যাশট্যাগটি সমান বেতন, অবৈতনিক পরিচর্যা এবং গৃহকর্মের সমানভাগ যৌন হয়রানি নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সব ধরনের সহিংসতার অবসান, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং রাজনৈতিক জীবনে তাদের সমান অংশগ্রহণের দাবি রাখে।

সোশ্যাল মিডিয়া ও নারীবাদ: ভালো, খারাপ দিক: সোশ্যাল মিডিয়া নারীবাদী আন্দোলনের জন্য একটি দ্বিধারী তলোয়ার। অসাধারণ প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাথে সাথে সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের আধুনিক সমাজ জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে। সোশ্যাল মিডিয়ার নারী শ্রোতাদের জন্য একটি অবাস্তব সৌন্দর্যের ইমেজ তৈরি করতে পারে। এখানে নারী শরীর প্রদর্শনের মাধ্যমে একটি মূল্য নির্ধারণ হয়। যেখানে নারীর যৌন শারীরিক আবেদনকে বেশি করে চিহ্নিত করা হয়। বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থাগুলি একে অন্যের সাথে পণ্যের বিপণন প্রতিযোগিতায় নারী শরীর প্রদর্শনের মাধ্যমে সৌন্দর্যের সংজ্ঞাকে পুনঃসংজ্ঞায়িত এবং পুনঃনির্মাণের ফাঁদে ফেলে। ভিজুয়াল এবং নান্দনিকতার চারপাশে সোশ্যাল মিডিয়াতে নারী শরীরকে এমন ভাবে চিত্রায়িত করা হয় যে দরিদ্র এবং অল্পবয়সী মেয়েরাও বলিউড বা হলিউড ফিল্ম কে অনুসরণ করে স্বল্প পোশাক পরে তারা দেখতে চায় তাদের কেমন দেখতে হবে। সৌন্দর্যের মান মাপসই করার জন্য তারা এক অস্বাস্থ্যকর পদ্ধতি অবলম্বন করে। ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম এ লক্ষ লক্ষ ফলোয়ার বাড়াতে নারী শরীর প্রদর্শন একটা ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় টিকটক স্টার বানানোর লোভ দেখিয়ে এক বাংলাদেশী তরুণীকে দুষ্কৃতীরা অপহরণ করে। সোশ্যাল মিডিয়ায় জনপ্রিয়তা পাবার ফলে বেশি করে নারী পাচার চক্রের সামিল হচ্ছেন মহিলারা।

সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার সমসাময়িক অনলাইন যোগাযোগের প্রধান দৃশ্য হয়ে উঠেছে। এবং সেই জন্য এটি একটি বিশ্বব্যাপী পরিচিতি তৈরীর প্রক্রিয়ায় মূল ভূমিকা পালন করে। এই পর্যন্ত এটি সেই জায়গা যেখানে নতুন নাম, আইকন, শ্লোগান বা নীতিবাক্য শেয়ার করা হয়েছে। তবে সোশ্যাল মিডিয়া মহিলাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে সবচেয়ে বেশি। কারন আমাদের মস্তিষ্ক নেতিবাচক তথ্যের প্রতি সবচেয়ে বেশি পক্ষপাতদুষ্ট। ইনস্টাগ্রামের ব্যবহার মহিলাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি গুলির বিকাশের সম্ভাবনা

বাড়ায়। কাল বা শ্যামলা মহিলারা স্কিন সাদা করার লক্ষ্যে ভিন্ন বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিপদজনক প্রসাধনী সামগ্রী ব্যবহার করে যা ত্বকের ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়। এছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনলাইন ট্রেনিং মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। যার ফলে অনেক মহিলা আত্মহত্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।

বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাব সত্ত্বেও সোশ্যাল মিডিয়ার ইতিবাচক প্রভাব গুলির তালিকাও কম নয়। যেমন- পেশাদার মহিলাদের জন্য একটি অবিশ্বাস্যভাবে সহায়ক এবং শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করা— বিশেষ করে মেডিসিনের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য শাখায় নেটওয়ার্ক এবং কর্মক্ষেত্রে সমতার পক্ষে সমর্থন করা। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে স্নাতকোত্তর মেডিকেল প্রোগ্রামগুলিতে মহিলা প্রতিনিধিত্বের অগ্রগতিতে সোশ্যাল মিডিয়া সম্ভবত ভূমিকা পালন করেছে, যেখানে স্নাতক ছাত্রদের ৫০% এর বেশি এখনো মহিলা।

মহিলাদের জন্য স্টার্ট আপ বা উদ্যোক্তা উদ্যোগের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়ার সুযোগ করে দেয় সোশ্যাল মিডিয়া। মিশরে পরিচালিত আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে যে তরুণ উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে ৯৫% রিপোর্ট করেছে যে সামাজিক মিডিয়া তাদের ব্যবসা শুরু করতে সাহায্য করেছে। সোশ্যাল নেটওয়ার্ক এবং তাদের পরিষেবা গুলি প্রচার করার ক্ষমতা না থাকলে ব্যবসার সুযোগ এবং উদ্যোগগুলি তারা হারিয়ে ফেলতো।

সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে লিঙ্গ সমতার মত বিষয়গুলি আজ সামনে আসছে। আমরা প্রায়শই শুনি যে সামরিক বা প্রকৌশলের মতো পেশাগুলি কেবলমাত্র পুরুষদের জন্য এবং হোম মেকিং ফ্যাশন ডিজাইনিং এর মত বিষয়গুলি মহিলাকেন্দ্রিক। এই স্টেরিওটাইপগুলি দূর করার সময় এসেছে আজ। বলিউড অভিনেত্রী দিয়া মির্জার বিবাহ লিঙ্গ সমতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমরা প্রায়শই প্রচলিত বিবাহে পুরুষ পুরোহিতদের অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতা করতে দেখেছি। দিয়া মির্জা যখন একজন মহিলা পুরোহিত দ্বারা তার বিবাহ সম্পন্ন করেন তখন সোশ্যাল মিডিয়ায় হৈচৈ করা হয়। স্টেরিওসটাইপ গুলি ধ্বংস করার পাশাপাশি তিনি 'কন্যাদান' 'বিদায়' এর মতো ধারণা গুলিও এড়িয়ে গেছেন।

ভারতের এমন অনেক অংশ রয়েছে যেখানে ঋতুস্রাব নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হয়। তাদের রান্নাঘরে, মন্দিরে প্রবেশ করতে দেয়া হয় না, মেঝেতে আলাদাভাবে শুতে দেওয়া হয়, পিরিয়ড সম্পর্কে সচেতনতার অভাব এক অস্বাস্থ্যকর পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত, বিশাল কলঙ্কযুক্ত অধ্যায়, যা দূর করতে সোশ্যাল মিডিয়াতে নারী পুরুষ উভয়ই তাদের মতামত প্রকাশ করেছে।

সোশ্যাল মিডিয়া সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মহামারীবিদ্যা ও ওষুধে গবেষণার প্রশ্নগুলি প্রণয়ন করার উপায় কে চ্যালেঞ্জ করেছে বিশেষ করে যখন এটি মহিলাদের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আসে। বিশাল অনিশ্চয়তা সমসাময়িক সামাজিক জীবনে প্রবেশ করেছে এবং নারীর অস্তিত্বকে সংকটের মুখে দাঁড় করিয়েছে। অনেকেই মনে করেন ইন্টারনেটে মহিলাদের কোন স্থান নেই, ডিজিটাল নেটওয়ার্কে বাস্তবে পুরুষ শক্তি কাজ করে।

এখনো অনেক সংশয়বাদী আছে যারা সোশ্যাল মিডিয়ার শক্তিতে বিশ্বাস করে না। এবং বিবেচনা করে যে হ্যাশট্যাগ প্রচারাভিযান বিশ্বের সত্যিকারের পরিবর্তন আনবে না। বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সোশ্যাল মিডিয়া যে প্রভাব ফেলেছে তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু আমরা যদি সত্যি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্বকে পরিবর্তন করতে চাই তবে এখনো অনেক কিছু করার আছে। যাইহোক

নারীবাদীদের কথা যখন আসে সোশ্যাল মিডিয়া নারীদের তাদের ক্ষমতার প্রতি আরো আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে এবং যৌনতাবাদী বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম দিতে সাহায্য করেছে। সোশ্যাল মিডিয়া লাইভ হয়তো সরাসরি বিক্ষোভ, সমাবেশ এগুলো প্রতিস্থাপন করতে পারে না কিন্তু এটি লোকেদের যোগাযোগ করতে, বৃহত্তর প্রতিবাদ সংঘটিত করতে এবং যারা এখনো পিছিয়ে আছে সেই সব নারীদের সামনে নিয়ে আসতে সাহায্য করছে।

পরিশেষে বলা যায়, সোশ্যাল মিডিয়ার ছত্রছায়ায় এবং প্রভাবশালীদের উত্থানের জন্য এই সামাজিকভাবে নির্মিত নিয়ম এবং সৌন্দর্যের মানগুলি যত্ন সহকারে গঠিত হয়। যাকে সুন্দর বলে মেনে নেওয়া হয় তার প্রচলিত মতাদর্শ এখনো সোশ্যাল মিডিয়ায় গভীরভাবে আবদ্ধ, যার ফলে 'নারী চেতনা' অনুপস্থিত। শেষ পর্যন্ত সোশ্যাল মিডিয়া নির্ভর করবে এটি ব্যবহার করার সময় আমরা কতটা দায়িত্বশীল এবং আমরা কিভাবে ভবিষ্যতের পদক্ষেপগুলি পরিকল্পনা করছি তার ওপর।

তথ্যসূত্র:

1) Finn, M, (2012) A Modern Necessity: Feminism, popular culture and American womanhood, 1920-1948.Retrieved from proquest Dissertation publishing.
2) DuBois, Ellen (1975)"The Radicalism of the women suffrage movement. Notestoward the Reconstruction of nineteenth - century Feminism.
3) Beck, D (1998) the 'f' word: How the media frame feminism. NwSA journal,10, (139-153)
4) আনন্দ, উৎকর্ষ, ২০১৬, সবরীমালা মন্দির: কেরালা সরকার মহিলাদের প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞার পক্ষে।
5) ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ফেব্রুয়ারি ৬।
6) চৌধুরী, ইরফান, ২০১৪, পরিবর্তনের জন্য #হ্যাশট্যাগ টুইটার সৌদি আরবে সামাজিক অগ্রগতি প্রচার করতে পারে। ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ কমিউনিকেশন 8:943-961.
7) চট্টোপাধ্যায়, অরুন্ধতী, (২০০৬) 'কর্মদ্যোগের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন', যোজনা, জানুয়ারি পৃষ্ঠা ৩৮।
8) বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী, (২০০৯), 'রাজনীতি ও নারী শক্তি': ক্ষমতায়নের নবদিগন্ত। কলকাতা প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।
9) সুদন, প্রীতি (২০১৮)' মাতৃ ও শিশু কল্যানেই প্রকৃত ক্ষমতায়ন, যোজনা পৃষ্ঠা ৯-১০।
10) আর এম সুদর্শন (২০০৬), মহিলাদের আর্থিক ক্ষমতায়ন যোজনা, পৃষ্ঠা- ৩৮।
11) সুভা চৌধুরী জিনিয়া 'ভারতে কর্মজীবী নারীর এই হাল', জুলাই 19 2018.
12) The Indian express (2020) 'Educate women and empower: Because when you educate a girl, you educate in nation The Indian express March 4.
13) The Hindu, (2020) 'The Decade of women' The Hindu, January.